

ডারউইনের রূপান্তর মাহবুবুর রহমান

আমেরিকার বোস্টনভিত্তিক প্রভাবশালী ব্যাপটিস্ট পত্রিকা *The Watchman-Examiner* ১৯১৫ সালের ১৯ আগস্ট ডারউইন সম্পর্কে লেডি হোপ নামে ইংল্যান্ডের একজন সুসমাচার প্রচারকের^১ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী ছাপে।

ডারউইন এবং খ্রিস্টধর্ম

ইংল্যান্ডের শরতের চমৎকার এক বিকেলে সুপরিচিত প্রফেসর চার্লস ডারউইনের সাথে দেখা করার জন্য আমাকে ডাকা হলো। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব থেকে তিনি প্রায় শয্যাগত। যখন তাকে দেখতাম আমার প্রায়ই মনে হতো তার চমৎকার উপস্থিতি আমাদের রয়াল একাডেমির মহান চিকিৎসকে তুলে ধরতো। কিন্তু এবারের মতো প্রবলভাবে আমি কখনো তা উপলব্ধি করিনি।

তিনি বিছানায় বসেছিলেন। পরনে ছিল গাঢ় বেগুনি রঙের হালকা নকশি করা ড্রেসিং গাউন। বালিশে হেলান দিয়ে তিনি কেন্ট ও সুরের বিস্ময়কর সূর্যাস্তের আভায় উদ্ভাসিত দূর বিস্তৃত বন এবং ভূটা ক্ষেত্রের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমি রুমে চুক্তেই মনে হলো তার অভিজাত ললাট এবং চমৎকার মুখশ্রী পুলকে উদ্ভাসিত হলো। একহাত নেড়ে তিনি দূরের দৃশ্য দেখালেন আমাকে। অন্য হাতে ধরে রেখেছেন খোলা বাইবেল যা তিনি সবসময় পড়ছেন। বিছানার পাশে বসতে বসতে প্রশ্ন করলাম, “এখন কী পড়ছেন?”

“ইব্রীয়! এখনও ইব্রীয়! রাজকীয় বই, এটাকে আমি বলি।” তিনি প্রশ্ন করলেন, “এটা কি মহান নয়?”

এরপর তিনি নির্দিষ্ট কিছু অনুচ্ছেদের উপর আঙুল রেখে সে সম্পর্কে মন্তব্য করলেন।

সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে অনেকের কঠোর মতবাদগুলোর কথা তুললাম আমি। বললাম বুক অফ জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়গুলো তারা কিভাবে দেখছে।

তাকে দেখে মনে হলো খুব কষ্ট পেলেন। উদ্ভেজনায় তার আঙুল কাঁপছিল। মুখে ব্যথার ছাপ নিয়ে তিনি বললেন, “আমি ছিলাম বয়সে তরুণ। চিন্তাগুলো ছিল অপরিণত। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, প্রস্তাবনা দিয়েছিলাম। প্রায় সবকিছু নিয়ে সবসময় ভাবতাম। আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে ধারণাগুলো দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো। মানুষ সেগুলো দিয়ে ধর্ম বানালো।” [উৎস : *The Darwin Legend*, James Moore, 1994, Baker Books, Page 92-93 অনুবাদ লেখক]

লেডি হোপের লেখাটি প্রচণ্ড আলোড়ন তুললো। মৃত্যুর ৩৩ বছর পর সবার চেনা বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) যেন নতুন রূপে আবির্ভূত হলেন। বিবর্তনবাদের জন্য যে বিজ্ঞানীর খ্যাতি, শেষ জীবনে তিনি নিজেই বিবর্তনে বিশ্বাস করতেন না। পরের মাসে ৯ সেপ্টেম্বর *The Baptist World* পত্রিকা লেডি হোপের কাহিনী পুনর্মুদ্রণ করলো। বছর না

ঘুরতেই লেখাটি ভারতে ছাপা হলো। বোম্বে গার্ডিয়ান পত্রিকা ২৫ মার্চ (১৯১৬) তারিখে কাহিনীটি ভবহৃ ছেপে দিলো। একইভাবে *Bible Numerics* (১৯১৬), *Bible Champion* (১৯২৪), *Christian Fundamentalist* (১৯২৭), *Honour* (১৯১৭), *The Christian* (১৯২২), *Life of Faith* (১৯২৫), *Joyful News* (১৯২৮) ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকায় সরাসরি লেডি হোপের লেখা বা অন্যের বর্ণনায় কাহিনীটি ছাপা হলো। এভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া হলো লেখাটি। জানা গেল এর আগেও এ ধরনের কথা উঠেছে।

১৮৮২ সালের ১৯ এপ্রিল ডারউইনের মৃত্যুর পর মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই এ ধরনের ঘটনা শোনা গিয়েছিল। ডিয়ারম্যান বার্শাল নামে একজন ইংরেজ ভূস্বামী টেনবির সাউথ ওয়েলস রিসোর্টে বেড়াতে গিয়েছেন। সেখানকার স্থানীয় চার্চের যাজক মি. হান্টিংডন রোববার ধর্মোপদেশ দেবার সময় জানালেন ডারউইন মৃত্যুর আগে খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাস নিয়ে মারা গিয়েছেন। মে মাসের ৭ তারিখে বার্শাল তার ডাইরিতে সেকথা লিখে রাখলেন।

“He spoke of Darwin one of the greatest thinkers who had in his last utterance confessed his true faith.” (তিনি শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের একজন, ডারউইনের কথা বললেন যিনি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে প্রকৃত বিশ্বাসের কথা স্বীকার করে গিয়েছেন।) [উৎস : প্রাণ্ডক, DL পৃষ্ঠা ১১৪]

ডাইরিটি পরবর্তীতে (১৯৮৩) *Diary of a Victorian Squire* নামে প্রকাশিত হয়।

প্রায় একইরকম ঘটনা ঘটলো কানাডার টরন্টোতে। ১৮৮৭ সালের ২৪ জানুয়ারি টরন্টোর দি মেইল পত্রিকার সাংবাদিক চার্লস ডিডুকসন, টি. এইচ হাস্কলিকে (১৮২৫-১৮৯৫) চিঠি লিখে সেকথা জানালেন। টরন্টোর শালমারস প্রেজিটেরিয়ান চার্চের যাজক রেভারেন্ড জন মাচ রোববার গীর্জায় হিতোপদেশ দেবার সময় জানালেন মৃত্যুর সময় ডারউইনের অবস্থা কেমন হয়েছিল। ডিডুকসনের চিঠির লাইনটি ছিল এমন, “Mr. Darwin when on his deathbed abjectly whined for a minister^৩ and renouncing Evolution, sought safety in the blood of the saviour.” (মি. ডারউইন মৃত্যুশয্যায় বিবর্তনকে অস্বীকার করেন এবং কাপুরুষোচিতভাবে বিলাপ করতে করতে একজন যাজককে চাচ্ছিলেন এবং মৃত্তির জন্য আত্মসমর্পণ করলেন।) [উৎস : DL, পৃষ্ঠা ১১৭]

উপরের দুটো ঘটনার কোনোটিই লেডি হোপের কাহিনীর মতো প্রচার লাভ করেনি। ফলে সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় লেডি হোপ। কাহিনীর সত্যাসত্য যাচাই করার আগে জানা যাক, লেডি হোপ কে ছিলেন?

লেডি হোপের আসল নাম এলিজাবেথ রিড কটন। জন্ম ১৮৪২ সালের ৯ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়াতে। বাবা ক্যাপ্টেন আর্থার কটন চাকরি করতেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। পরবর্তীতে তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং স্যার উপাধি লাভ করেন। বাবার চাকরির সুবাদে এলিজাবেথের শৈশব কেটেছে ভারতে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে পরিবারটি ইংল্যান্ডে ফিরে আসে। ১৮৭০ সালে পরিবারটি থিতু হলো ডরকিং-এ যা ডাউন গ্রাম থেকে প্রায় ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। আর্থার কটন নিজে ছিলেন সুসমাচার প্রচারক। ১৮ বছর বয়স থেকেই বাবার সাথে সুসমাচার প্রচারের কাজে

বেড়িয়ে পড়তেন এলিজাবেথ। মূলত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বাইবেলের বাণী পৌছে দিতেন তারা। অনেকে নতুন করে চার্চের সদস্য হতো। কেউ কেউ মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছিল। এসব কাজের মধ্য দিয়েই সুসমাচার প্রচারক বা ইভানজেলিস্টদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এমন কিছু পরিবারের সাথে এলিজাবেথের পরিচয় ঘটে। এদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকার ডি.এল. মুডি। মুডি পরিবারের মাধ্যমেই পরিচয় ঘটে অ্যাডমিরাল স্যার জেমস হোপের সাথে। ১৮৭৭ সালে ৩৫ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করলেন ৬৯ বছর বয়স্ক বিপত্তীক জেমস হোপকে। বিয়ের ৪ বছর পর জেমস হোপ মারা গেলেও সারাজীবন লেডি হোপ নামটি আঁকড়ে রেখেছিলেন তিনি। এমনকি ১৮৯৩ সালে ৫১ বছর বয়সে তিনি যখন বিশিষ্ট সমাজ সেবক টি.এ. ডেনির ওয়ে স্ত্রী হলেন তখনো লেডি হোপ পদবী তিনি আঁকড়ে বসে আছেন। ২য় বিয়ের সময় পণ হিসেবে ৭৫০০০ পাউন্ড তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু বিভিন্নভাবে তা নষ্ট করেন লেডি হোপ। শুরু থেকেই খরচের ব্যাপারে তিনি ছিলেন বেহিসেবী। প্রথম স্বামী অ্যাডমিরাল হোপ তার উইলের পরিশিষ্টে লেডি হোপের উদ্দেশে লিখেছিলেন, “That no income will prove sufficient to keep you out of debt unless you learn to keep some kind of account and exercise a proper control over your expenditure.” (কোনো আয়ই তোমাকে ঝণমুক্ত রাখার পক্ষে যথেষ্ট না, যদি না তোমার খরচকে তুমি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো এবং কিছুটা সঞ্চয় করো।) [উৎস : DL, পৃষ্ঠা ৯০]

কিন্তু লেডি হোপ নিজেকে পাল্টাতে সক্ষম হননি। ১৯০৯ সালে ডেনির মৃত্যুর পর লেডি হোপের সত্যিকারের দুর্দিন শুরু হয়। ডেনির সন্তানেরা প্রথম থেকেই অপছন্দ করতেন তাকে। ডেনির সম্পদ বিভিন্ন ব্যবসায় নিয়োগ করে সেগুলো খুঁইয়েছেন তিনি। ৭৫০০০ পাউন্ড খরচ করে যে হোস্টেলটি লেডি হোপ নির্মাণ করেছিলেন ডেনির মৃত্যুর পর ছেলেরা তা কেড়ে নিলো তার হাত থেকে। সেসময় লেডি হোপ ছিলেন আকঞ্চ ঝণে জর্জরিত। ১৯১১ সালে দেনার দায়ে আদালত তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করে। টাইমস পত্রিকা সে কাহিনী ছেপেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডেনির ছেলেদের বদান্যতায় ঝণমুক্ত হন তিনি। এ পর্যায়ে লেডি হোপ সিদ্ধান্ত নেন ইংল্যান্ড ত্যাগ করে আমেরিকা চলে যাবেন। সেখানে ইভানজেলিস্টরা দিনে দিনে শক্তিশালী হচ্ছে। যাবার আগে আইরিশ প্রিমাউথ ব্রাদারহুডের সদস্য ডাউন গ্রামের সুপরিচিত ইভানজেলিস্ট জে.ড্রিউ.সি. ফেগানের কাছে একটি প্রশংসাপত্র চাইলেন। ফেগানের সাথে সুসমাচার প্রচারের সূত্রেই বহুদিনের পরিচয়। কিন্তু ফেগান প্রশংসাপত্র দিতে অস্বীকার করেন। ৭০ বছর বয়সে নিঃস্ব অবস্থায় প্রথম স্বামীর পদবী সম্বল করে ১৯১৩ সালে নিউইয়র্ক পাড়ি জমালেন তিনি।

নিউইয়র্কে এসে নতুন করে সুসমাচার প্রচারের কাজে লেগে গেলেন লেডি হোপ। এখানে তিনি মদ্যপান নিবারণ ক্লাব খুলতে চাইলেন। কিন্তু তেমন সুবিধে করতে না পেরে তিনি চলে গেলেন নিউপোর্ট। সেখান থেকে রোড দ্বীপ। সেখানে কিছুদিন থাকার পর ১৯১৫ সালে ঠিক করলেন ম্যাসাচুসেটসে মুডি পরিবারের সাথে তিনি দেখা করবেন। ইংল্যান্ডে মুডি পরিবারের সাথে পরিচয় হয়েছিল তার। কিন্তু ডি.এল. মুডি ইতোমধ্যে মারা গেছেন। লেডি হোপ নিজেও হয়তো বেশিদিন নেই। স্তন ক্যান্সার ধরা পড়েছে সম্প্রতি।

১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে ম্যাসাচুসেটসের নর্থফিল্ড সেমিনারিতে^৪ গ্রীষ্মকালীন আলোচনা সভা চলছে। আমেরিকার বাইরে ইংল্যান্ডের কিছু বক্তার আমন্ত্রণ ছিল এখানে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতির কারণে তারা আসতে পারেননি। কেন্টাকির লুইসভিলের ব্যাপটিস্ট ধর্মতত্ত্ব সেমিনারির অধ্যাপক এ.টি. রবার্টসন (১৮৬৩-১৯৩৪) একাই বক্তার অভাব পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। ৩০ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত নতুন বাইবেলের ‘ইব্রিয়দের প্রতি পত্র’ (Epistle to the Hebrews) এর উপর মোট ১৫টি বক্তৃতা করলেন তিনি। উল্লেখ্য যে, নর্থ ফিল্ড সেমিনারি প্রতিষ্ঠা করেছেন মুডি পরিবার।

৩ আগস্ট লেডি হোপ রবার্টসনের বক্তৃতা শুনলেন। বক্তৃতায় ডারউইনবাদ নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছিল। পরদিন ৪ আগস্ট রবার্টসনের বক্তৃতা শেষ হলে লেডি হোপ তার সাথে কথা বলতে গেলেন। সেদিন বিকেলে রবার্টসন তার ছেলেকে চিঠিতে লিখলেন, “This morning Lady Hope of England, a friend of Charles Darwin, came up to tell me of her pleasure in my lectures. She says that the great scientist was a Christian and was very fond of the Epistle to the Hebrews on which I am lecturing...” (আজ সকালে ইংল্যান্ডের লেডি হোপ আমাকে জানালেন তিনি আমার বক্তৃতা শুনে প্রীত হয়েছেন। লেডি হোপ চার্লস ডারউইনের বন্ধু। তিনি জানালেন এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন খ্রিস্টধর্মের অনুসারী এবং ইব্রিয়দের প্রতি পত্রের তিনি খুব ভক্ত। এ বিষয়েই বক্তৃতা করছি আমি) [সূত্র DL পৃষ্ঠা ১২০]

সপ্তাব্দ মধ্যে ৫ আগস্ট সকালের প্রার্থনার পর লেডি হোপ উপস্থিত সবাইকে ডারউইনের রূপান্তরের কাহিনী বললেন। রবার্টসনের বক্তৃতায় একই কথা প্রতিধ্বনিত হলো। প্রচণ্ড আলোড়ন পড়ে গেল নর্থ ফিল্ডের গ্রীষ্মকালীন আলোচনা সভায়। আলোচনা সভার উপর প্রতিবেদন তৈরির জন্য ওয়াচম্যান-এক্সামিনার পত্রিকার সম্পাদক কার্টিস লি লজ (১৮৬৮-১৯৪৬) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাটির শুরুতে মোটেও সময় লাগলো না তার। ওয়াচম্যান-এক্সামিনার তো কোনো সাধারণ পত্রিকা নয়, এবং লজ নিজেও সাধারণ লোক নন।^৫ ২০ বছরের সফল যাজকতা ছেড়ে দিয়ে ১৯১৩ সালে তিনি এ পত্রিকার সম্পাদক হন। লি লজ লেডি হোপকে তার কাহিনী লেখার জন্য উদ্ব�ৃদ্ধ করেন। ১৯ আগস্ট সংখ্যায় ছাপা হয় ‘ডারউইন এবং খ্রিস্টধর্ম’ লেখাটি।

নর্থ ফিল্ড সেমিনারির গ্রীষ্মকালীন আলোচনা সভা শেষ না হতেই দেখা গেল মুডি পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন লেডি হোপ। শিকাগোর মুডি ইনসিটিউটে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি পেলেন তিনি। বিভিন্ন জায়গা থেকে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। ওধু অস্ট্রেলিয়াতেই ৪ বার বক্তৃতা দিতে গিয়েছেন তিনি। লেডি হোপের সৌভাগ্যের চাকা মাবার ঘূরতে শুরু করেছে। আবার সুসমাচার প্রচারের কাজে লেগে গেলেন তিনি। লেডি হাপ যেখানেই যেতেন তার মুখ থেকেই সবাই শুনতে চাইতেন ঘটনাটি। ফলে কাহিনীটি গল্পালা বিস্তার করতে শুরু করলো। জানা গেল আসলে মোট ৪ বার গিয়েছেন তিনি ডাউন হাউসে। সুসমাচার প্রচারের মিটিং-এ প্রথম পরিচয় ঘটে ডারউইনের সাথে। তিনি ডাউন হাউসের খুব কাছেই এক মহিলার সাথে বাস করতেন। এমা ডারউইন (ডারউইনের স্ত্রী) তার

উপস্থিতি মোটেই ভালোভাবে দেখেননি। ডারউইনের ছেলেরা নানাভাবে লেডি হোপের কাজে বাধা দিয়েছে। ডারউইন তার সামার হাউসে বাইবেল পাঠের আসর বসাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে। কিন্তু ডারউইনের ছেলেদের বাধার কারণেই তা অনুষ্ঠিত হয়নি। আসলে বাধা দেবার কারণও ছিল। তারা তো বিবর্তনবাদকে নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান (১৮৬০-১৯২৫), আমেরিকার স্কুলের পাঠ্যবই থেকে বিবর্তনবাদ মুছে দেয়ার আন্দোলনের পুরোধা, এর লেখা ক্ষুদ্র পুস্তিকা *Bible and Its Enemies*—এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়। বইটি প্রকাশ করেছে মুড়ি বাইবেল ইনসিটিউট। মিসেস অ্যানেট পারকিনসন স্মিথ নামে একজন ইভানজেলিস্ট ৭ জুন, ১৯২২ সালে ব্রায়ানকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যা পুস্তিকাটিতে ছাপা হয়।

“But Mrs. Darwin, and their sons, knowing that the fame of the family rested upon said evolution theories,—and, probably, as one remarked to me recently—the income from the sale of the books—did not care to welcome a visitor who brought a gospel message.” (কিন্তু ডারউইনের সহধর্মী এবং তাদের ছেলেরা জানতো এ পরিবারের সম্মান নির্ভর করে কথিত বিবর্তনবাদ তত্ত্বের উপর এবং যেভাবে একজন আমাকে সম্প্রতি জানালো, সম্ভবত বইগুলো বিক্রি করে যে আয় হয় তার কারণেই সুসমাচারের বাণী বহন করে নিয়ে এসেছে এমন দর্শনার্থীকে তারা স্বাগত জানাতে চায় না।) [উৎস : DL, পৃষ্ঠা ১২৫]

এভাবে বিভিন্ন উপায়ে ডারউইন বিরোধী প্রচারণা চলছিল তার নিজস্ব গতিতে। ইতোমধ্যে লেডি হোপের মৃত্যু ঘটেছে। আসলে ডারউইনের রূপান্তরের এ কাহিনী ছিল শেষজীবনে লেডি হোপের বেঁচে থাকার অবলম্বন। ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার পথে ১৯২২ সালের ৮ মার্চ সিডনির শহরতলীর এক হাসপাতালে তার মৃত্যু ঘটে। লেডি হোপ ছিলেন নিঃসন্তান। ব্রিটিশ লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে তিনি ৩০টি লেখা লিখেছেন। রেখে গিয়েছেন নতুন পৃথিবীর মৌলবাদীদের জন্য চমৎকার একটি কাহিনী।

ডারউইনের রূপান্তরের কাহিনী তার পরিবারের গোচরে আসে ১৮৮৭ সালে, হার্স্বলিকে লেখা সাংবাদিক চার্লস ডিডুকসনের চিঠি থেকে। তখনো এমা ডারউইন বেঁচে আছেন। ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭ সালে ডারউইনের আত্মজীবনী *Life and Letters* গ্রন্থের সম্পাদক তার পুত্র ফ্রান্সিস ডারউইন হার্স্বলিকে লিখলেন, “the statement is false and without any kind of foundation” (বর্ণনাটি মিথ্যে এবং এর কোনো ভিত্তি নেই।) [উৎস : DL, পৃষ্ঠা ১১৭]

ওয়াচম্যান-এক্সামিনার পত্রিকায় লেডি হোপের লেখা ছাপা হবার পর এ পরিবারটিকে বারবার বিবৃতি দিতে হয়েছে। শেষ বিবৃতি দিয়েছেন ১৯৫৮ সালে ডারউইনের নাতনি নোরা বারলো। প্রটিস্টন্ট প্রেস বুয়রোর সেক্রেটারি A.Le. Lievre কে ১৯১৭ এবং ১৯১৮ সালে দুটো চিঠি লিখে ফ্রান্সিস লেডি হোপের কাহিনী অঙ্গীকার করেন।

“Lady Hope’s account of her interview with my father is a fabrication, as I have already publicly pointed out.” ২৭ নভেম্বর, ১৯১৭ (লেডি হোপ বর্ণিত আমার বাবার সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি মিথ্যা যা আমি ইতোমধ্যে জনসমক্ষে ঘোষণা করেছি)

“I have publicly accused her of falsehood, but I have not seen any reply.” ২৮
মে, ১৯১৮ (আমি জনসমক্ষে তাকে মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছি কিন্তু আমি এর
কোনো প্রত্যুত্তর দেখিনি) [উৎস : DL, পৃষ্ঠা ১৪৫]

এ চিঠি দুটো ১৯২৫ সালে *Life of Faith* পত্রিকায় ছাপা হয়। ডারউইন পরিবারের পক্ষ
থেকে বারবার প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও ইভানজেলিক বিভিন্ন পত্রিকাগুলো এ কাহিনী ছাপানো
অব্যাহত রাখলো। ইভানজেলিক সাংগীতিক পত্রিকা *The Christian* এ কাহিনী ছাপালে
ডারউইনের মেয়ে হেনরিয়েটা একটি প্রতিবাদপত্র পাঠান যা ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ সালে
পত্রিকাটিতে ছাপা হয়।

“I was present at his deathbed. Lady Hope was not present during his last
illness, or any illness. ... He never recanted any of his scientific views, either then
or earlier. We think the story of his conversation was fabricated in USA.” (তার
মৃত্যুশয্যায় আমি উপস্থিত ছিলাম। লেডি হোপ তার শেষ অসুস্থতা বা কোনো অসুস্থতার সময়
উপস্থিত ছিলেন না। ... তিনি কখনোই তার কোনো বৈজ্ঞানিক মতকে অস্বীকার করেননি, সে
সময়ে বা তার আগে। আমরা মনে করি তার কথোপকথনের গল্পটি আমেরিকায় রচিত
হয়েছে।) [উৎস : DL, পৃষ্ঠা ১৪৬]

হেনরিয়েটা মৃত্যুর আগে ডারউইনের শেষ বাক্যটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বাক্যটি হলো,
“I am not in the least afraid to die.” (আমি মরতে মোটেও ভয় পাচ্ছি না।) [উৎস : DL,
পৃষ্ঠা ৫২]

ডারউইন পরিবারের প্রতিবাদের মুখে আমেরিকান কিছু কিছু ইভানজেলিস্ট উপলক্ষ
করেছিলেন লেডি হোপের কাহিনীটি বানানো হয়েছিল। নর্থ ফিল্ড সেমিনারির বক্তা এ.টি.
রবার্টসন তাদের মধ্যে একজন। ১৯২৬ সালে লেখা তার প্রবন্ধ *Science and Future Life-*
এ ডারউইনকে অজ্ঞেয়বাদী^৬ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইংল্যান্ডের ইভানজেলিস্টদের মধ্যে যারা ডারউইনকে এবং লেডি হোপ দু’জনকে
চিনতেন তারা কেউ এ কাহিনী বিশ্বাস করেননি। এমন একজন হলেন ডাউন গ্রামের
ইভানজেলিস্ট জে.ড্রিউ.সি. ফেগান (১৮৫২-১৯২৫)। ১৮৭৯ সাল থেকে তিনি ডাউন গ্রামে
বাস করছিলেন। তাদের বাড়ির নাম ছিল লরেল গ্র্যান্ড। লেডি হোপের বিয়ের আগে থেকেই
তিনি তাকে চিনতেন। লেডি হোপের বাবা-মায়ের সাথে তার পরিচয় ছিল। ইভানজেলিস্টরা
এ ব্যাপারে জানার জন্য ফেগানকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক মনে করতো।

প্রটিস্টন্ট দ্রুত সোসাইটির প্রধান জে.এ. কেনসিট এবং লন্ডনের ফরেস্ট হিল থেকে
এস.কে. প্র্যাট নামে দু’জন চিঠি লিখেছিলেন ফেগানের মতামত জানার উদ্দেশ্যে। ফেগান
তাদের যে উত্তর দিয়েছিলেন ১৯২৫ সালে তা ছাপাতে তেমন কেউ উৎসাহিত হলেন না।
৫২ বছর পর ১৯৭৭ সালের ২৫ মার্চ *The Flame* পত্রিকায় চিঠি দুটোর নির্বাচিত অংশ ছাপা
হয়। ড. জেমস মুরের লেখা *The Darwin Legend* বইটি ১৯৯৪ সালে প্রথমবারের মতো
চিঠি দুটো অকর্তৃত আকারে ছাপালো। ১ মে, ১৯২৫ সালের চিঠিতে ফেগান কেনসিটকে
লিখলেন,

“Dear Mr. Kensit,

I have just read Mr. Gregory's article, but I cannot find in it a single fact in support of Lady Hope's story...

And when Sir Francis Darwin says that Lady Hope's story is a fabrication, that denial is quite enough for anybody who knows the high standard of truth which the Darwins inherited from their father...

I knew Lady Hope when she was Miss Cotton, and also her saintly father and mother, Sir Arthur and Lady Cotton... her second husband Mr. T.A. Denny was an old friend of mine, and he gave me his confidence in the last year or two of his life—as to what he had suffered from Lady Hope. ... I presume that you know that, some years after Mr. Denny's death, Lady Hope was adjudicated bankrupt. When she was leaving here for America, she asked me to give her a commendatory letter to use in America, and I had the painful duty of telling her I could not do so...

Why had she not told it in England? ... There is no question that Mr. Darwin died as he had lived—an agnostic.”

(প্রিয় জনাব কেনসিট,

এইমাত্র আমি জনাব গ্রেগরির লেখা নিবন্ধটি^১ পড়লাম, কিন্তু লেডি হোপের কাহিনীর সমর্থনে একটি যুক্তিও আমি খুঁজে পেলাম না। ... এবং যখন স্যার ফ্রান্সিস ডারউইন বলেন লেডি হোপের কাহিনীটি বানানো তখন এ অস্বীকারাই যথেষ্ট তাদের জন্য যারা জানেন ডারউইনদের সত্য কথার উচ্চমান সম্পর্কে। বংশানুক্রমে তারা এ গুণ অর্জন করেছেন। ...

লেডি হোপ যখন মিস কটন সে সময় থেকেই আমি তাকে চিনি। তার সন্তুর ঘতো বাবা স্যার আর্থার এবং মা লেডি কটনকেও আমি চিনতাম। ... তার ২য় স্বামী টি.এ. ডেনি আমার একজন পুরনো বন্ধু; এবং তিনি আমাকে গোপনে জানিয়েছেন জীবনের শেষ এক বা দু'বছর লেডি হোপের কারণে তিনি কতোটা ভুগেছেন। ... আমি অনুমান করি আপনি জানেন যে, জনাব ডেনির মৃত্যুর কয়েক বছর পর লেডি হোপ আদালতে দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছিলেন।...

যখন আমেরিকা যাচ্ছিলেন এ দেশ ছেড়ে, সেখানে ব্যবহারের জন্য একটি প্রশংসাপত্র চাইলেন তিনি আমার কাছে। কষ্টের সাথে আমার তাকে না করতে হয়েছে। ইংল্যান্ডে তিনি এসব ঘটনা বলেননি কেন? ...

জনাব ডারউইন যেমন তিনি ছিলেন, অজ্ঞেয়বাদী হিসেবে মারা গেছেন। এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না।) [উৎস : DL, পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৭]

এস.জি. প্র্যাটকে ২২ মে, ১৯২৫ সালের চিঠিতে তিনি লিখলেন, “I have been appealed to over and over again as to the probability of this story, and have had no hesitation in pronouncing it to be a fabrication on the part of poor Lady Hope.”

(এ কাহিনীর সন্তুরনা সম্বন্ধে বারবার আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে এবং আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এ কাহিনী বেচারী লেডি হোপের বানানো।) [উৎস : DL, পৃষ্ঠা ১৬১]

পুরো কাহিনীতে এমা ডারউইনের নীরব ভূমিকা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রাখে। ১৯১৫ সালে এমা ডারউইন বেঁচে নেই। ১৮৮৭ সালে পরিবারটি যখন প্রথম অপ্রচারের কথা জানলেন তখন এমা ডারউইন বেঁচে আছেন। এমা ডারউইন সারাজীবন ধরে কামনা করছিলেন ডারউইনের প্রিষ্ঠধর্মে বিশ্বাস ফিরে আসুক। ডারউইনের বাবা ডা. রবার্ট ডারউইন তাকে নিষেধ করেছিলেন বিয়ের আগে বিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়ে এমা ওয়েজডের সাথে আলাপ করতে (অবশ্য ডারউইন সেকথা রাখতে পারেননি)। ডারউইনের মৃত্যুর পর ফ্রান্সিস ডারউইন যখন ডারউইনের আত্মজীবনী ছাপালেন, তখন কয়েকটি লাইন বাদ দিয়ে ছাপাতে বাধ্য হয়েছিলেন। লাইনগুলো ছিল ডারউইনের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত। এমা ডারউইনের বাধার কারণে স্পর্শকাতর লাইনগুলো বাদ দেয়া হয়েছিল। লেডি হোপের কল্পনার ডারউইনই ছিল এমার আকাঙ্ক্ষিত ডারউইন। প্রকৃত ডারউইনকে এমা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। লেডি হোপের ঘটনা সত্য হলে তার সবচেয়ে বড় প্রচারক হতেন এমা ডারউইন।

কিন্তু তবুও লেডি হোপের কাহিনীর প্রচার চলতেই থাকলো। এখনো এ কাহিনী প্রচারিত হয়। এমনকি আধুনিক গণমাধ্যমগুলো থেকে। ১৯৮৫ সালের ২০ অক্টোবর জিমি সোগার্ট নামে আমেরিকান এক বিখ্যাত ইভানজেলিস্ট এক টেলিভিশন চ্যানেলে মৃত্যুর আগে ডারউইনের রূপান্তরের কাহিনী শোনালেন। ১৮৮২ সালের পরে পৃথিবী খুব একটা পাল্টেছে কি? এ ধারাবাহিক প্রচারণার পথে ১৯১৫ সালের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হচ্ছে ড. জেমস মুরের *The Darwin Legend* বইটির প্রকাশ। ড. মুর যুক্তরাজ্যের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসের প্রভাষক। তিনি ট্রিনিটি ইভানজেলিক্যাল ডিভাইনিটি স্কুল থেকে মাস্টার অব ডিভাইনিটি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। পরে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি করেছেন। তার ২০ বছরের গবেষণার ফল এ বই। অসংখ্য তথ্যপ্রমাণ নিয়ে নিরপেক্ষতার ভান করে তিনি লেডি হোপের কাহিনীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। সম্ভবত তিনি লক্ষ্য অর্জনের জন্য দুটো পর্যায়ে কাজ করছেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি প্রমাণ করতে চান লেডি হোপের সাথে সত্যিই দেখা হয়েছিল ডারউইনের। আর বাকিটুকু লেডি হোপের কল্পনা। এটুকু প্রমাণ হলে হয়তো প্রমাণ করা যাবে গল্পটিও সত্য। কিন্তু বর্তমানে গল্পটি ড. মুর নিজেও বিশ্বাস করেন না বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেননি হেনরিয়েটা, ফ্রান্সিস, ফেগান মিথ্যা বলেছেন। হয়তো তাদের অজান্তেই দেখা হয়েছে লেডি হোপ এবং ডারউইনের। এ বিষয়টি প্রমাণের জন্যই ২১৮ পৃষ্ঠার বইটি তিনি লিখেছেন। বইটির শেষ অধ্যায়ে তিনি কোনো রাখতাক রাখেননি। অধ্যায়ের নাম *Darwin's "Other Book" – The End of the trail?* এই অন্য বইটি হচ্ছে ডারউইনের লেখা *My Apology for My Uninformed Ideas*। এ বইয়ে নাকি ডারউইন তার বিবর্তন সম্পর্কিত সমস্ত ধারণা ভুল বলে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এই বইটি ড. মুর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বইটি সম্পর্কে তার মন্তব্য, “a rare, unrecorded book.” [উৎস : DL, পৃষ্ঠা ১৬৯]

বইটি এখন পাওয়া যায় না। আসলে বইটিকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। কারা সরিয়েছে? যারা চায় না সত্য প্রকাশিত হোক। “I believe the enemy of truth has tried his best to destroy this information.” [উৎস : DL, পৃষ্ঠা ১৭০]

ডারউইনের লেখা নির্ভরযোগ্য কোনো জীবনীগ্রন্থে এ বইটির নাম নেই। সেকথা ড. মুর নিজেও জানেন।

Darwin's bibliographer R.B. Freeman did not believe that the work exists or ever did exist. Nor did I.

(ডারউইনের গ্রন্থ ও রচনা তালিকাকার আর.বি. ফ্রিম্যান বিশ্বাস করেন না যে লেখাটি আছে বা কখনো ছিল। আমিও করি না) [উৎস : DL, পৃষ্ঠা ১৬৯]

কিন্তু তবুও চূড়ান্ত অসমর্থিত এ বইটি খুঁজে পেলেই সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে বলে ড. মুর জানিয়েছেন। বইটি তিনি শেষ করেছেন এই বলে যে, অন্যরা তার প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করার জন্য এ বইটি খুঁজতে থাকবে।

I leave this questions to those with the will and the means to pursue them.

টীকা :

১. সুসমাচার প্রচারক (Evangelist) তাদের বলা হয় যারা সুসমাচার (Gospel) প্রচার করে বেড়ান মানুষের মধ্যে। যিশুর জীবন কাহিনী ও শিক্ষা সম্বলিত নতুন বাইবেল'র প্রথম চারটি গ্রন্থকে বলা হয় সুসমাচার।
২. 'ইব্রীয়দের প্রতি পত্র' (Epistle to the Hebrews) কে সংক্ষেপে ইব্রীয় লেখা হয়েছে। Epistle হচ্ছে নতুন বাইবেল'র অন্তর্ভুক্ত পত্রাবলী।
৩. প্রেজিটেরিয়ান গীর্জার যাজককে বলা হয় Minister। রোমান ক্যাথলিক গীর্জার যাজককে বলা হয় Priest। অ্যাংলিকান (চার্চ অব ইংল্যান্ডের অধীনস্থ গীর্জা) গীর্জার যাজককে বলা হয় Vicar।
৪. সেমিনারি—রোমান ক্যাথলিক যাজকদের প্রশিক্ষণ কলেজ।
৫. লি লজকে বলা হয় ইতিহাসের প্রথম মৌলবাদী। লি লজসহ ২২ জন ব্যাপটিস্ট নেতা ১৯২০ সালে "Fundamentals of the Baptist" নামে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন। এ সভা পরবর্তী ওয়াচম্যান-এক্সামিনার সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে তিনি নিজেদের চিহ্নিত করার জন্য Fundamentalist শব্দটি ব্যবহার করেন।
৬. অজ্ঞেয়বাদ একটি দার্শনিক ধারণা যার মতে, বিধাতার অন্তিম মানুষের পক্ষে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা সম্ভব না।
৭. মরিস গ্রেগরি ১৯১৭ সালে Honour পত্রিকায় লেডি হোপের কাহিনী লিখেছিলেন। লেখাটি পাঠিয়ে ফেগানের মত জানতে চাওয়া হয়।
৮. জিমি সোগার্ট (Jimmy Swaggart) আমেরিকায় টিভি ইভানজেলিজমের অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি। প্রায় ২ মিলিয়ন পরিবার তার টিভি শো উপভোগ করে থাকেন। কিন্তু এ অনুষ্ঠানের তিন বছর পর হঠাৎ এ নক্ষত্রের পতন ঘটে। জিমি সোগার্টের সাথে একজন পতিতার ছবি বের হয়। অরলিঙ্গ টিভি শো-এ সাক্ষাৎকারে পতিতাটি জানান সোগার্ট তার নিয়মিত খন্দের। এরপর সোগার্টকে সংঘ থেকে বিতাড়ন করা হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : জনাব কামাল মহিউদ্দিন, যিনি কানেকটিকাট থেকে *The Darwin Legend* বইটি আমার জন্য নিয়ে এসেছেন।